৯. নিরলংকার সরল ও ছোটো ছোটো বাক্য প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায় চলিত গদ্যে।

১০. বাংলা প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—পাগলামি, গিন্নিপনা, মেয়েলি প্রভৃতি।

১১. ধ্বন্যাত্মক শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। চলিত গদ্য রীতিতে। যেমন—ঝরঝর, ফরফর, গুণগুণ; গড়গড়, শিরশির প্রভৃতি।

☐ সাধু ও চলিত বাংলা গদ্যের সাদৃশ্য

১. সাধু ও চলিত দুটি রীতিই বাংলা ভাষার সাহিত্যিক উপভাষা (Literary Dialect)

২. বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি শব্দে দুই রীতিতে পার্থক্য খুবই কম। যেমন—'সিংহ একটি বন্য পশু'—এই বাক্যে সাধু ও চলিত রূপে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

৩. সাধুগদ্য অনেক সময় চলিত গদ্যের খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে অপেক্ষাকৃত সহজ সরল শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। আবার চলিত গদ্য তৎসম শব্দ বাহুল্যের জন্য অনেক সময় সাধু গদ্যের নিকটবর্তী হয়ে উঠতে পারে। যেমন—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য।

৪. সাধুগদ্যের গঠনরীতিকে অবলম্বন করেই চলিত গদ্যের পথ চলা শুরু হয়েছিল। পরে অবশ্য চলিত গদ্যের পদক্রমে বিপর্যাস লক্ষ করা যায়।

☐ সাধু ও চলিত গদ্য রীতির পার্থক্য

সাধু ও চলিত গদ্য রীতির মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। সেগুলি সূত্রাকারে নীচে দেওয়া হল।

১. ধ্বনিগত পার্থক্য,

২. রূপগত পার্থক্য,

৩. শব্দ ভাণ্ডার, প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য,

৪. পদস্থাপনরীতিগত পার্থক্য,

৫. ভাবগাম্ভীর্যগত পার্থক্য,

তবে দুই রীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য মূলত রূপগত।

☐ ধ্বনিগত পার্থক্য

সাধুগদ্য রীতি ও চলিতগদ্য রীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য রূপগত হলেও ধ্বনিগত কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। একই বানানে লেখা শব্দ সাধুভাষায় যেমন উচ্চরণ করা হয় চলিত গদ্যে তেমনটি উচ্চারিত হয় না। যেমন—'আপনার' শব্দটি। সাধু গদ্যে এর উচ্চারণ—'আপোনার' বা 'আপ (অ) নার'। কিন্তু চলিত গদ্যে এর উচ্চারণ 'আপ্‌নার'। অনুরূপভাবে [আমোরা] > আম্‌রা, [তোমোরা] > তোম্‌রা প্রভৃতি শব্দ দুই রীতিতে ধ্বনিগতভাবে আলাদা হয়ে যায়।

☐ রূপগত পার্থক্য

দুই গদ্য রীতিতে ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, অনুসর্গ, বিশেষ্য, অব্যয় প্রভৃতি পদে বেশ কিছু রূপগত পার্থক্য রয়েছে।

Scanned by CamScanner

❑ অন্ত্য মধ্যবাংলা

মধ্যবাংলা ভাষার শেষ পর্ব অন্ত মধ্যবাংলা। এই যুগ নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার সূচনা হল। তাতে সঞ্চারিত হল অনিবার গতি। এই পর্বের প্রধান প্রধান সাহিত্য কর্ম হল—বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য জীবনী সাহিত্য, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, আরাকান রাজসভার কবিদের প্রণয়গাথা প্রভৃতি। গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম, দৌলতকাজী, আলাওল, ভারতচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৫০১ সাল থেকে ১৭৬০ মতান্তরে ১৭৯৯ পর্যন্ত বিস্তৃত অন্ত্য মধ্যবাংলার কালসীমা।

❑ অন্ত্য মধ্যবাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অপিনিহিতি ও বিপর্যাস প্রবণতা দেখা যায় অন্ত্য মধ্যবাংলা ভাষায়। যেমন—

কালি > কাইল ; আজি > আইজ; ফল্গু > ফাগু > ফাউগ প্রভৃতি।

২. অপিনিহিতির পরে অনেকক্ষেত্রে অভিশ্রুতি ঘটেছে। যেমন—

খাইয়া > খায়া, খায়্যা > খেয়ে,
পাতিয়া > পাইত্যা, পাত্যা > পেতে,
কাইল > কাল,
আইজ > আজ প্রভৃতি।

৩. পদান্তে অবস্থিত একক ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত 'অ' ধ্বনি লোপ পেয়েছে। যেমন—

উমার্ গলে মণির্ হার্ বুড়ার গলে হাড়ের ভার্
কেমন্ করে ওমা উমা করিবে বুড়ার্ ঘর্ লো।

তবে পদান্ত্য যুক্তব্যঞ্জনের 'অ' ধ্বনি লুপ্ত হয়নি।

৪. 'ন্হ', 'মহ' ও 'ঢ়' যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। যেমন—

কাহ্ন > কান, তোম্হার > তোমার, বুঢ়া > বুড়া প্রভৃতি।

৫. অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা যায় অন্ত্য মধ্যবাংলায়। যেমন—

ক্ষমা > খেমা, ব্যবহার > ব্যাভার প্রভৃতি।

৬. শ্রুতি ধ্বনির প্রয়োগও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। যেমন—

ছা + আল > ছাওয়াল, বাএ > বায়ে প্রভৃতি।

৭. শব্দ মধ্যস্থ স্বরধ্বনি অনেক সময় লোপ পেয়েছে। যেমন—

গামোছা > গাম্‌ছা, হরিদ্রা > হল্‌দি প্রভৃতি।

❑ অন্ত্য মধ্যবাংলার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. কর্তৃকারকের বহুবচনে '-রা' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—'বন্দ্য বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল'।

২. নির্দেশক বহুবচনে -'গুলি', -'গুলো' বসে এবং তির্যক কারকের বহুবচনে -'দিগ' ব্যবহৃত হয়। যেমন—'মূলার সমান দন্তগুলা', 'তাহা দিগে ধরিত্রী আনহ মোর ঠাঁই।'

৩. নাম ধাতুর ব্যবহারও ছিল। যেমন—শান্তাইব, নমস্কারিলা, বাখানিয়াছে প্রভৃতি।

Scanned by CamScanner

কথ্য ভাষার দুটি স্বতন্ত্র ধারা বিকাশ লাভ করেছে। কথ্য ভাষাও অনেক সময় সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে। প্রথমে সংস্কৃত অনুসারী গদ্যরীতির পরিচর্যা থাকলেও পরবর্তী কালে শিষ্টচলিত বাংলায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছে। তবে সাধু গদ্যরীতি একেবারে হারিয়ে যায় নি। এই পর্বে বাংলা ভাষায় প্রচুর বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

☐ আধুনিক বাংলা ভাষার নিদর্শন

কাব্য-কবিতা ⟶ মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট কবির রচনা।

গদ্য রচনা ⟶ গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, জীবনী সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি। যে সমস্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিককে এই পর্বে পাওয়া যায় তাঁরা হলেন— রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

'সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন। বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আরও কতকগুলি মনুষ্য লিচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য।'

কমলাকান্তের দপ্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র

'অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-বকা করা অভ্যাস। গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসি তামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উল্টো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়; তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায় তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

শেষের কবিতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;'

রূপসী বাংলা ঃ জীবনানন্দ দাশ

☐ আধুনিক বাংলাভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আদর্শ চলিত বাংলায় অভিশ্রুতি প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—

করিয়া > কইর‍্যা > করে, দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে।

২. ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণতর রূপ ব্যবহৃত হয় সাধুগদ্যে। কিন্তু চলিত গদ্যে সংক্ষিপ্ততর রূপ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—

বলিয়া > বলে, শুনিয়া > শুনে
যাহার > যার, যাহাদের > যাদের
হইতে > হতে, সহিত > সঙ্গে প্রভৃতি।

Scanned by CamScanner

৩. সাধুগদ্যে তৎসম শব্দের প্রাধান্য। তাতে রয়েছে সন্ধি ও সমাস নিষ্পন্ন গুরুগম্ভীর শব্দের প্রাচুর্যও। কিন্তু চলিত গদ্যে সহজ সরল তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য। সেখানে দেশি শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়।

৪. আধুনিক বাংলা ভাষার আর একটি বিশেষ লক্ষণ স্বরসঙ্গতি প্রবণতা। যেমন—
জুতা > জুতো, দেশি > দিশি প্রভৃতি।

৫. সমীভবন জাত যুগ্ম ব্যঞ্জনের ব্যবহার চলিত গদ্যে প্রচুর রয়েছে। যেমন—
গল্প > গপ্প, পুত্র > পুত্তুর, শত্রু > শত্তুর প্রভৃতি।

৬. ধ্বনির আগম ঘটেছে বহু জায়গায়। যেমন—
স্টিমার > ইস্টিমার, বেঞ্চ > বেঞ্চি প্রভৃতি।

৭. স্বরভক্তি প্রবণতাও সহজলভ্য আধুনিক বাংলা ভাষায়। যেমন—
রত্ন > রতন, যত্ন > যতন প্রভৃতি।

৮. দুই-এর বেশি স্বরধ্বনি যুক্ত শব্দে স্বরধ্বনি লোপ পেতে দেখা যায়। যেমন—
ভগিনী > ভগ্নী, নাতিনী > নাত্নি প্রভৃতি।

৯. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—
কালি ——→ নীলকালি, লালকালি, সবুজকালি।
ঝি ——→ কাজের মেয়ে (আদি অর্থ—কন্যা)।

☐ আধুনিক বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় প্রচুর যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে। যেমন—গান করা, বসে পড়া, উঠে পড়া, শুয়ে পড়া প্রভৃতি।

২. ধাতুর সঙ্গে অন্ প্রত্যয় (অনট্) যোগ করে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদ গঠন করা হয়। যেমন—গম + অনট্ = গমন
চল্ + অনট্ > চলন
গ্রহ্ + অনট্ > গ্রহণ প্রভৃতি।

৩. সংযোজক অব্যয়রূপে 'ও', 'এবং' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত 'ও' দুটি পদকে যোগ করে। আর 'এবং' দুটি বাক্যকে।

৪. অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করা হয়। যেমন—'সে বাড়ি ফিরল। সে রুটি খেল। সে খেলতে গেল।'—'সে বাড়ি ফিরে রুটি খেয়ে খেলতে গেল'।

৫. নঞর্থক অব্যয় হিসাবে 'না', 'নি', 'নাই' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। নঞর্থক অব্যয় সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—
ঝুলু খেল না। কিন্তু বিলু না খেয়ে যাবে না।

৬. প্রতিটি কারকের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি থাকলেও এক কারকে অন্য কারকের বিভক্তি বসতে দেখা যায়। তাছাড়া প্রতিটি কারকে বিভক্তিহীনতাও দেখা যায়।

৭. নির্দেশক, প্রতিনির্দেশক যোগে বাক্য গঠিত হয়। যেমন—যে যে যাবে সে সে এসো। যার যা কাজ তাকে তা করতে হবে।

Scanned by CamScanner

৮. প্রচুর বিদেশী শব্দ আধুনিক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী, ফারসী থেকে শুরু করে ইংরেজী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, জার্মান, ফরাসী, চীনা, জাপানী প্রভৃতি বহু বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিয়েছে।

৯. পুরোনো পয়ারের নিগড় ভেঙে অমিত্রাক্ষর, মুক্তক, দলবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং গদ্য ছন্দের প্রয়োগ দেখা গেল আধুনিক বাংলা ভাষায়।

১০. পদস্থাপনা রীতিতে নানা বৈচিত্র্য দেখা দিল। ফলে বাংলা বাক্যের 'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া' প্যাটার্নটিও ভেঙে গেল অনেক স্থলে।

Scanned by CamScanner

❑ মৌলিক উৎস বা সংস্কৃত উৎসজাত শব্দ

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে সবথেকে বেশি শব্দ এসেছে সংস্কৃত থেকে। কখনো তা সরাসরি গৃহীত হয়েছে। কখনো বিবর্তিত রূপে গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত উৎস থেকে তিন প্রকারের শব্দ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এসেছে। যেমন—তৎসম, অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব।

❑ তৎসম

সংস্কৃত এবং বৈদিক ভাষা থেকে বেশ কিছু শব্দ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে অবিকৃত রূপে গৃহীত হয়েছে। এগুলি তৎসম শব্দ নামে পরিচিত। 'তৎসম' কথার অর্থ তার মতো। অর্থাৎ সংস্কৃত বা বৈদিকের মতো। এই ধরনের প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়। যেমন—

বজ্রবৃষ্টি সৃষ্টি বন্যা।
বন্ধু মিত্র পুত্র কন্যা।।
কৃষ্ণ বিষ্ণু দস্যু তূর্য।
অশ্ব ডিম্ব সিংহ সূর্য।।

তৎসম শব্দের দুই শ্রেণী। সিদ্ধ তৎসম ও অসিদ্ধ তৎসম। সিদ্ধতৎসম শব্দ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত শব্দকে যেগুলি বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় এবং ব্যাকরণ সিদ্ধ। বাংলা শব্দভাণ্ডারে এই ধরনের অনেক শব্দ প্রচলিত। যেমন—

কৃষ্ণ বর্ণ অন্ধ রাত্রি।
শত্রু মিত্র মোক্ষ যাত্রী।।

এছাড়াও কিছু তৎসম শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে রয়েছে যেগুলি বৈদিক ভাষায় বা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। কিংবা সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধও নয়। এই ধরনের তৎসম শব্দকে অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলে। যেমন—টঙ্ক, ডাল, ঘর, কৃষাণ প্রভৃতি।

❑ অর্ধ তৎসম

বৈদিক ভাষায় বা সংস্কৃতে প্রচলিত কিছু কিছু শব্দ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে অবিকৃত রূপে প্রবেশ করবার পর সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। অল্প পরিবর্তিত এই সমস্ত শব্দ বাংলা বাক্যে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছেও। এদের অর্ধতৎসম বা ভগ্ন তৎসম শব্দ বলে। এই শ্রেণীর শব্দের উদাহরণ—নেমন্তন্ন < নিমন্ত্রণ, ছিরি < শ্রী প্রভৃতি। আরও নমুনা ঃ

কেষ্ট মিত্তির সুয্যি পুত্তর।
বদ্যি গিন্নি যন্তর মন্তর।।

❑ তদ্ভব

বৈদিক ভাষায় বা সংস্কৃতে প্রচলিত কিছু শব্দ সরাসরি বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত না হলেও প্রাকৃত স্তরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। এই শ্রেণীর শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। যেমন—হস্ত > হত্থ > হাত, কার্য > কজ্জ > কাজ।

❑ সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত ঃ

সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত, অপভ্রংশ স্তরের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর শব্দ এসেছে। যেমন—

Scanned by CamScanner

প্রাচীন ভাষার মধ্যে হয়। এইভাবে অন্য ভাষার শব্দকে নিজের ভাণ্ডারে গ্রহণ করা।

বাংলা কৃতঋণ শব্দগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। দেশি এবং বিদেশি। কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলি ভারতীয় হয়ে থেকে বাংলায় গৃহীত হলেও দেশি কৃতঋণ শব্দ হয়েছে। এর দুটি শ্রেণী আর্যেতর এবং আর্য। এছাড়াও বহু বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে জায়গা পেয়েছে। এদের বলা হয় বিদেশি কৃতঋণ শব্দ।

□ আর্যেতর দেশি কৃতঋণ শব্দ

দ্রাবিড় → অকাল, ইডলি, কুটি, মেলা

অস্ট্রিক → ঝাঁটা ঢেঙ্গা ঝিঙা বেল।
টিলা ঢেঁকি চুলা ঢেল।।

□ আর্য দেশি কৃতঋণ শব্দ

হিন্দি → পয়লা লেন্ড়া তেন্ড়া টেক্কা।
ওস্তাদ জেবর পাঠান উল্টা
বেড় হরু হজম ফিরি।
ইষ্ট চিঠি টহল খুড়ি।।

গুজরাটি → তক্লি, হোস্ক, হরতাল, খাদি।

মরাঠী → চৌথ, বর্গী।

পাঞ্জাবী → শিখ, চাহিদা প্রভৃতি।

□ বিদেশী কৃতঋণ শব্দ

আরবী → আইন আদালত তামাম তারিখ।
আল্লা খুদা হাজির মালিক।।
দলিল দালাল খাজনা খবর।
মজলিস নবাব কেতাব কবর।।

ফরসী → শাদি সিপাই জামা মোজা।
বিলেত বিমা বাদশা সাজা।।

তুর্কী → কাঁচি চাকু বোচকা কুলি।
বিবি বেগম বারুদ লাশ।।

ওলন্দাজ → রুইতন, হরতন, ইস্কাপন, তুরুপ, ইস্ক্রুপ।

পর্তুগীজ → আতা আনারস পেপে পেয়ারা।
পিস্তল পিপে আলকাতরা।।
বালতি বোমা বরগা বোতাম।
ক্যানেস্তারা কামরা গুদাম।।

রুশ → স্পুতনিক, বলশেভিক, ভদকা, সোভিয়েত প্রভৃতি।

জার্মান → জার, নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি।

ইতালীয় → পিয়ানো, ম্যাডোনা, সোনাটা প্রভৃতি।

Scanned by CamScanner

অঞ্চল > অচ্চল > আঁচল,
উদ্ধাপণ > উণহাবণ > উনান,
খাদ্য > খজ্জ > খাজা,
ষোড়শ > সোলহ > ষোল,
স্বর্ণ > সোণ্ণ > সোনা,
রাজ্ঞিকা > রণ্ণিয়া > রাণী,
সন্ধ্যা > সন্‌ঝা > সাঁঝ প্রভৃতি।

☐ **আর্যেতর ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত ও পরে বিবর্তিত**

আর্যেতর ভাষা অর্থাৎ দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক থেকে কিছু কিছু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। এই সমস্ত শব্দ পরবর্তীকালে প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ স্তরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত আকারে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে।

☐ **দ্রাবিড় শব্দ**

পিল্লৈ (তামিল) > পিল্লিক (সংস্কৃত) > পিল্লিয় (প্রাকৃত) > পিলে
কল (তামিল) > খল্ল (সংস্কৃত) > খল্ল (প্রাকৃত) > খাল
কুটম্‌ (তামিল) > ঘট (সংস্কৃত) > ঘড় (প্রাকৃত) > ঘড়া

☐ **অস্ট্রিক শব্দ :**

(অজ্ঞাত অস্ট্রিক মূল) > ঢক্ক (সংস্কৃত) > ঢক্ক (প্রাকৃত) > ঢাক
(অজ্ঞাত অস্ট্রিক মূল) > টঙ্ক (সংস্কৃত) > টঙ্ক (প্রাকৃত) > টঙ্গ

☐ **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্য শাখা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত ও পরে বিবর্তিত**

ভারতীয় আর্যেতর ভাষা থেকে যেমন বেশ কিছু শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছিল ঠিক তেমনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্য শাখা থেকেও কিছু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত শব্দ পরবর্তীকালে প্রাকৃত স্তরে বিবর্তিত হয়েছে। এবং কালক্রমে বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে। যেমন—

গ্রীক শব্দ	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
দ্রাখ্‌মে	দ্রম্য	দম্ম	দাম
সুরিংক্স	সুরঙ্গ	সুরঙ্গ	সুড়ঙ্গ

পারসিক	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
মুদ্রায়	মুদ্র	মুদ্দ	মুদ্রা
কর্ষ	কার্ষাপণ	কহাবণ	কাহন।

☐ **অন্যান্য ভাষা থেকে আগত ও গৃহীত কৃতঋণ বা আগন্তুক শব্দ**

বাংলা শব্দভাণ্ডারে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি বৈদিক বা সংস্কৃত থেকে সরাসরি আসেনি। কিংবা প্রাকৃত স্তরে বিবর্তনের মধ্য দিয়েও আসেনি। এসেছে সরাসরি অন্য ভাষা থেকে। এদের কৃতঋণ বা আগন্তুক শব্দ বলে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় শব্দের সংখ্যা প্রচুর। প্রাণবন্ত ও

Scanned by CamScanner

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।" *(দুই বোন)*

❑ বাংলা সাধু গদ্যের বৈশিষ্ট্য

১. সাধু গদ্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত ভাষার আনুগত্য, তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার, সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ এবং অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ। দেশি ও তদ্ভব শব্দ এই রীতিতে বর্জন করা হয়।

২. ক্রিয়াপদের প্রাচীনতর রূপ সাধু গদ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন—করিয়া দিলেন, বলিবেন, করিতাম প্রভৃতি।

৩. সর্বনামের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন—তাহাদের, যাহাদের, কাহারা, উহারা প্রভৃতি।

৪. প্রাচীন অনুসর্গের ব্যবহার হয় সাধু গদ্যে। যেমন—সহিত, বলিয়া, নিমিত্ত, হইতে প্রভৃতি।

৫. অব্যয় বা ক্রিয়াবিশেষণেও প্রাচীন রূপের ব্যবহার। যেমন—নতুবা, নচ্যেৎ, কদাপি, তথাপি, অকস্মাৎ প্রভৃতি।

৬. সন্ধিবদ্ধ পদের প্রচুর প্রয়োগ হয় সাধুগদ্যে।

৭. অলংকার প্রয়োগের প্রাচুর্যও চোখে পড়বার মতো।

৮. "কর্তা—কর্ম—ক্রিয়া'—এই পদক্রম সাধুগদ্যে সবসময় মেনে চলা হয়।

❑ বাংলা চলিত গদ্যের বৈশিষ্ট্য

১. উনিশ শতকের শেষার্ধে সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহার শুরু হলেও তার সার্থক রূপটি পাওয়া যায় বিশ শতকে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ-র হাতে তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে।

২. চলিত গদ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘ সমাসবদ্ধ ও সন্ধিবদ্ধপদ বর্জিত হয়েছে চলিত গদ্যে।

৩. তদ্ভব, দেশি ও আঞ্চলিক নানা শব্দের অবাধ প্রয়োগ দেখা যায় চলিত গদ্যে। বহু বিদেশি শব্দও সেখানে স্থান পেয়েছে সার্থকরূপে।

৪. ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততর রূপ ব্যবহৃত হয়েছে চলিত গদ্যে। যেমন—করিয়াছিল > করেছিল, বলিতেছে > বলছে প্রভৃতি।

৫. সর্বনামের সংক্ষিপ্ততর রূপ প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—তাহাদের > তাদের, যাহার > যার, ইহা > এ প্রভৃতি।

৬. যৌগিক ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপের প্রয়োগ দেখা যায় এই রীতিতে। যেমন—শ্রবণ করা > শোনা, ধারণ করা > ধরা প্রভৃতি।

৭. কঠিন অব্যয় বা ক্রিয়াবিশেষণের সরল রূপ ব্যবহার হয়েছে। যেমন—কদাচ > কখনো, তথাপি > তবুও প্রভৃতি।

৮. সাধুগদ্যের 'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া'—এই পদক্রম সবসময় অনুসরণ করা হয়নি।

Scanned by CamScanner

Cottage Industry—কুটির শিল্প
Air Condition—বাতানুকূল
Tear Gas—কাঁদানে গ্যাস প্রভৃতি।

এছাড়াও বাংলা ভাষায় আরও কিছু প্রকারের শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—
জোড়কলম শব্দ, খণ্ডিত শব্দ, ইতর শব্দ, মুন্ডমাল শব্দ প্রভৃতি।

☐ জোড়কলম শব্দ

একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষ যুক্ত হয়ে এই জাতীয় শব্দ তৈরি হয়। তাই এদের জোড় কলম শব্দ বলে (Portmanteau word)। যেমন—

হাঁস + সজারু = হাঁসজারু
ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা প্রভৃতি।

☐ খণ্ডিত শব্দ

বড়ো শব্দের অংশ বিশেষকে নিয়ে গঠিত শব্দকে খণ্ডিত শব্দ বলা হয়। যেমন—

টেলিফোন > ফোন
বাইসাইকেল > সাইকেল
মোটর বাইক > বাইক
মাইক্রোফোন > মাইক
ফ্যান্টাস্টিক > ফ্যান্টা প্রভৃতি।

☐ ইতর শব্দ

বেশ কিছু ইতর শব্দ বা অপশব্দ যা সাধারণত শিষ্ট ভাষা ব্যবহারে প্রচলিত নয়, বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে জায়গা করে নিয়েছে। যেমন—

চামচে = স্তাবক,
রং = উগ্রতা
গরম = মেজাজ
পেটো = বোমা প্রভৃতি।

☐ মুন্ডমাল শব্দ

বাক্যাংশের অন্তর্গত শব্দগুলির আদি বর্ণ যোগে গঠিত শব্দ মুন্ডমাল শব্দ নামে পরিচিত। এই ধরনের বেশ কিছু শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রচলিত রয়েছে। যেমন—

ল.সা.গু.—লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।
গ.সা.গু—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।
ক.বি—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ব.সা.প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
পিপুফিগু—পিঠ পুড়ে যায় ফিরে শুই, প্রভৃতি।

Scanned by CamScanner

৯. নিরলংকার সরল ও ছোটো ছোটো বাক্য প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায় চলিত গদ্যে।

১০. বাংলা প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—পাগলামি, গিন্নিপনা, মেয়েলি প্রভৃতি।

১১. ধ্বন্যাত্মক শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। চলিত গদ্য রীতিতে। যেমন—ঝরঝর, ফরফর, গুণগুণ; গড়গড়, শিরশির প্রভৃতি।

☐ সাধু ও চলিত বাংলা গদ্যের সাদৃশ্য

১. সাধু ও চলিত দুটি রীতিই বাংলা ভাষার সাহিত্যিক উপভাষা (Literary Dialect)

২. বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি শব্দে দুই রীতিতে পার্থক্য খুবই কম। যেমন—'সিংহ একটি বন্য পশু'—এই বাক্যে সাধু ও চলিত রূপে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

৩. সাধুগদ্য অনেক সময় চলিত গদ্যের খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে অপেক্ষাকৃত সহজ সরল শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। আবার চলিত গদ্য তৎসম শব্দ বাহুল্যের জন্য অনেক সময় সাধু গদ্যের নিকটবর্তী হয়ে উঠতে পারে। যেমন—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য।

৪. সাধুগদ্যের গঠনরীতিকে অবলম্বন করেই চলিত গদ্যের পথ চলা শুরু হয়েছিল। পরে অবশ্য চলিত গদ্যের পদক্রমে বিপর্যাস লক্ষ করা যায়।

☐ সাধু ও চলিত গদ্য রীতির পার্থক্য

সাধু ও চলিত গদ্য রীতির মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। সেগুলি সূত্রাকারে নীচে দেওয়া হল।

১. ধ্বনিগত পার্থক্য,

২. রূপগত পার্থক্য,

৩. শব্দ ভাণ্ডার, প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য,

৪. পদস্থাপনরীতিগত পার্থক্য,

৫. ভাবগাম্ভীর্যগত পার্থক্য,

তবে দুই রীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য মূলত রূপগত।

☐ ধ্বনিগত পার্থক্য

সাধুগদ্য রীতি ও চলিতগদ্য রীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য রূপগত হলেও ধ্বনিগত কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। একই বানানে লেখা শব্দ সাধুভাষায় যেমন উচ্চরণ করা হয় চলিত গদ্যে তেমনটি উচ্চারিত হয় না। যেমন—'আপনার' শব্দটি। সাধু গদ্যে এর উচ্চারণ—'আপোনার' বা 'আপ (অ) নার'। কিন্তু চলিত গদ্যে এর উচ্চারণ 'আপ্‌নার'। অনুরূপভাবে [আমোরা] > আম্‌রা, [তোমোরা] > তোম্‌রা প্রভৃতি শব্দ দুই রীতিতে ধ্বনিগতভাবে আলাদা হয়ে যায়।

☐ রূপগত পার্থক্য

দুই গদ্য রীতিতে ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, অনুসর্গ, বিশেষ্য, অব্যয় প্রভৃতি পদে বেশ কিছু রূপগত পার্থক্য রয়েছে।

Scanned by CamScanner

স্পেনীয় → ডেঙ্গু, আর্মাডা প্রভৃতি।

ফরাসী → কুপন, কার্তুজ, কাফে, রেস্তোরাঁ, রেনেশাঁ, মেনু , বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া, প্রলিতারিয়েত, মাদাম, আঁতাত প্রভৃতি।

ইংরেজী → বাংলা ভাষায় সবথেকে বেশী গৃহীত বিদেশী শব্দ ইংরেজী। যেমন—

পেন পিন ব্যাগ অফিস ফাইল।

ক্লাব ক্লাস ড্রেস নিউ স্টাইল।।

আপেল আপিল আর্ট ইস্কুল।

কেক কেট্‌লি বাক্স ফুল।।

কলেজ ক্রিকেট টেনিস হকি।

ব্যাটবল পেষ্ট ওয়াকি টকি।।

বর্মী → লুঙ্গি, ঘুঘনি প্রভৃতি।

চীনা → চা, চিনি, লুচি, লিচু, চামচ, কাগজ, তুফান প্রভৃতি।

জাপানী → রিক্সা, হ্যারিকেন, যুযুৎসু, হাসুহানা, হারিকিরি প্রভৃতি।

☐ নবগঠিত শব্দ

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি একাধিক ভাষার সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি বিদেশী শব্দের অনুবাদের মাধ্যমে সৃষ্ট। এই ধরনের বহু শব্দ উনিশ শতক ও বিশ শতকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে প্রাপ্ত নবগঠিত শব্দগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—মিশ্র শব্দ ও অনূদিত শব্দ।

☐ মিশ্র শব্দ

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে সৃষ্ট প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে এদের মিশ্র শব্দ বলা হয়। যেমন—

রিক্সা (জাপানী) + বালা (হিন্দী) = রিক্সাবালা/রিক্সওলা।

ফি (ফারসী) + বছর (বাংলা) = ফিবছর

মাষ্টার (ইংরেজী) + মশায় (বাংলা) = মাষ্টারমশায় প্রভৃতি।

তৎসম, তদ্ভব প্রভৃতি শব্দের মিশ্রণেও নতুন শব্দ তৈরী হয়েছে। যেমন—

হাত (তদ্ভব) + যশ (তৎসম) = হাতযশ

গুরু (তৎসম) + গিরি (বিদেশী প্রত্যয়) = গুরুগিরি প্রভৃতি।

☐ অনূদিত শব্দ

অনুবাদের সূত্রে অন্য ভাষার শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে অনেক সময় গৃহীত হয়েছে। এদের বলা হয় অনূদিত শব্দ। যেমন—

Test Tube baby—নলজাতক শিশু

Wrist Watch—হাতঘড়ি

Light House—বাতিঘর

University—বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned by CamScanner

৪. এযুগের ভাষায় কারকবিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নরূপ—

কর্তৃকারক	:	শূন্যবিভক্তি — 'প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড়হাতে।'
		-'এ' বিভক্তি — 'একে একে মাঝিকে কিলায় তিনজনে।'
		-'কে' বিভক্ত — 'বীরকে লাগিল ব্যথা।'
কর্মকারক	:	-'এ'/-'তে' বিভক্তি — 'মায়াতে মোহিত সব।'
করণকারক	:	-'ত' বিভক্তি — 'দুরত দেখিলে পোড়ে মন।'
অপাদানকারক	:	-'তে' বিভক্তি — 'রাজাতে বিদায় মাঙ্গে।'
		-'কে' বিভক্তি — 'ইহাকে অধিক তুমি জানিও তাঁহার'।
অধিকরণ কারক	:	-'য়' বিভক্তি — 'ধূলায় ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী।'
		-'এ' বিভক্তি — 'উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক।'
		-'তে' বিভক্তি — 'ঘরেতে তণ্ডুল কণা আছে দুইচারি।'
		-'কে' বিভক্তি — 'এথাকে আনহ ধরি।'

৫. সম্বন্ধ পদ গঠিত হত -'র', -'এর', -'কার', -'কের' প্রভৃতি যোগে। যেমন—
'সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।'

৬. যৌগিক ক্রিয়ার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—পিয়ে = পান করে, জিনে = জয় করে।

৭. -'ইল' যোগে অতীত কালের ক্রিয়া গঠিত হত। যেমন—'ধরিল মারিল কাটিল বাঁটিল বাঁচিল না কেউ আছিল যত।'

৮. -'ইব' যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া গঠিত হত। যেমন 'খাইব দাইব নাচিব গাহিব হাসিব হাসাব ফাসাব সবায়'।

☐ শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ

অন্ত্য মধ্যবাংলা ভাষায় বহু আরবী, ফারসী শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র সবার রচনাতেই এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যেমন—

আরবী-ফারসী : 'আইন আদমী আজব খেতাব।
খাজনা আতর কামান কেতাব।।'

পর্তুগীজ : 'আতা পেপে বোতাম পেয়ারা।
জানালা গামলা চাবি মস্করা।।'

শব্দ ভাণ্ডারে নানা বিদেশি শব্দের এই উপস্থিতি এযুগের ভাষাকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। এর ফলে ভাষায় এসেছে নানা বৈচিত্র্য।

☐ আধুনিক বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার শেষ পর্যায় আধুনিক বাংলা। ড. সুকুমার সেনের মতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আধুনিক বাংলা ভাষার সূচনা। আবার কারও কারও মতে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে (১৭৬০) আধুনিক বাংলা ভাষার সূচনা হয়েছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে আজ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা বিস্তৃত। আধুনিক বাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গদ্যে সাহিত্য রচনা। এবং অবশ্যই ছাপাখানার সাহচর্য লাভ।

আধুনিক বাংলাভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পর্বে বাংলাভাষায় লেখা ভাষা ৫

Scanned by CamScanner